প্রশ্নোত্তরে

হজ্জ ও উমরা

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত এবং উস্তায
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

ড. মোহাম্মাদ মানজূরে ইলাহী (উসূলে ফিক্‌হ)
ড. আবূ বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া মজুমদার (আকীদা)
ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী (ফিক্‌হ)
ড. শামসুল হক সিদ্দীকী (দাওয়াহ)
মুফতী মোঃ নূমান আবুল বাশার (ফাতাওয়া)

সবুজপত্র

ISBN 978-984-8927-27-4

প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭, মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৯০-৯৩।
website: www.sobujpatro.com, fb.com/sobujpatrobd

মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগ করুন-
মোবাইল +88 01711696908, fb.com/prof.nurulislam

স্বত্ব: লেখক

সংস্করণসহ পুনর্মুদ্রণ: শাউয়াল ১৪৪৪ হি.; মে ২০২৩ ঈ.
প্রথম প্রকাশ: যিলক্বদ ১৪২৭ হি.; ডিসেম্বর ২০০৬ ঈ.

প্রচ্ছদ: মিয়াদুর রহমান সোহাগ

মূল্য: **২২০** (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

أسئلة وأجوبة عن مسائل الحج والعمرة باللغة البنغالية
إعداد: محمد نور الإسلام شاندمياه
المراجعة: د. محمد منظور إلهي،
د. أبو بكر محمد زكريا مجموعة دار
الناشر: مكتبة سبوز بترو، داكا، بنغلاديش

Prosnottor-e Hajj o Omra
(Questions and Answers for understanding of Hajj & Omra)
Prepared by Prof. Muhammad Nurul Islam Makki
Published by Muhammad Helal Uddin
on behalf of Sobujpatro Publications
34 North brookhall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: BDT **220** (Two Hundred Twenty) only

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ

সরল ভাষায় ‘হজ্জ ও উমরা’ বিষয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম অনেক আগেই। গত ২০০৬-এর জানুয়ারির (১৪২৬ হি.) হজ্জে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হাজীদের কিছু ভুল-ত্রুটি আমার নজরে আসায় বইটি লিখার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। আল্লাহর রহমতে রেফারেন্স হিসেবে পেয়ে গেলাম প্রায় ২০টি আরবী গ্রন্থকারদের কিতাব। এসব গ্রন্থপঞ্জি থেকে প্রাপ্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাদীসে জিবরীলের মতো প্রশ্নোত্তর আকারে সাজালাম। পড়লে মনে হবে, যেনো দু’জন বসে কথা বলছেন। এদেশের হাজীদের আনুমানিক ৯৫% সাধারণ শিক্ষিত। একটা নির্ভুল হজ্জ আদায়ের জন্য তারাই আমার এ বইয়ের প্রধান লক্ষ্য। প্রতিটি মাসআলা বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে সাজাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে টিভি আলোচক ও লাইভ প্রোগ্রামের উত্তরদাতা-সহ দেশবরেণ্য বেশ ক’জন বিশেষজ্ঞ ফকীহ’র সাথে বার বার আলোচনা-পর্যালোচনা করেছি। তাঁরা তাদের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

এ বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, ছোট্ট কলেবরে সর্বাধিক তথ্য প্রদান, বিষয়বস্তুর সহজ উপস্থাপনা, বুঝানোর সহজ কৌশল এবং সবশেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ছবি সম্বলিত এলবাম। এরপরও হয়ে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা ও আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ একান্তভাবে কামনা করছি।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে আল্লাহর রহমতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ‘সবুজপত্র পাবলিকেশন্স’ এবারও নতুন সংস্করণ প্রকাশ করছে, আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের ও লক্ষ লক্ষ মুসলিমের উমরা ও হজ্জ কবুল করুন এবং আখিরাতে আমাদের সকলকে নাজাত দিন। আমীন!

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সূচিপত্র

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	হজ্জ ও উমরা'র ধারাবাহিক কাজ	৯
২	কাবা ঘর ও মক্কা শরীফের ফযীলত	১১
৩	হজ্জ ও উমরা'র ফযীলত	১৫
৪	যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)	২৫
৫	হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি	৪৮
৬	হজ্জ ও উমরা'র আহকাম	৫২
৭	মীকাত	৫৯
৮	ইহরাম	৬৫
৯	মক্কায় প্রবেশ ও উমরা পালন	৭৮
১০	তাওয়াফ করা	৮০
১১	সাঈ করা	৯৬
১২	মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা	১০৫
১৩	যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত	১০৯
১৪	৮ই যিলহজ্জ তারিখের কাজ	১১২
১৫	আরাফাতের মাঠে অবস্থান	১১৬
১৬	মুযদালিফায় রাত্রিযাপন	১২৫
১৭	ঈদের দিনে করণীয়	১৩২
১৮	কংকর নিক্ষেপ	১৩৪
১৯	হাদী, কুরবানী, দম	১৪২
২০	তাওয়াফে ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ	১৪৭
২১	মিনায় রাত্রিযাপন	১৫০
২২	বিবিধ মাসআলা	১৫৪
২৩	বিদায়ী তাওয়াফ	১৫৯
২৪	মাসজিদে নববী যিয়ারত	১৬৪
২৫	যিয়ারাহ কর্মসূচি	১৭৩
২৬	সফরের আদব	১৭৭
২৭	উড়োজাহাজ ভ্রমণে যাত্রীদের করণীয়	১৮০
২৮	কুরআনে বর্ণিত দু'আ	১৮২
২৯	হাদীসে শিখানো দু'আ	১৮৯
	চার রঙের এলবাম	২০৯

[এক]

হজ্জ ও উমরা’র ধারাবাহিক কাজ

হজ্জের ধারাবাহিক কাজ (أَعْمَالُ الْحَجِّ)

তারিখ	স্থান	করণীয় ইবাদত
৮ই যিলহজ্জ (তারউইয়্যা দিবস)	মিনা	নিজ বাসস্থান থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করে সূর্যোদয়ের পর মিনায় রওয়ানা হবেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করবেন।
৯ই যিলহজ্জ (আরাফার দিন)	আরাফা ময়দান	(১) সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে রওয়ানা হবেন। (২) যোহরের প্রথম ওয়াক্তে যোহর ও আসর পড়বেন একত্রে পরপর দুই দুই রাকাআত করে। আযান হবে একবার এবং ইক্বামাত দু’বার। (৩) সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় রওয়ানা করবেন। এক আযান এবং দুই ইক্বামাতে মাগরিব-ইশা সেখানেই পড়বেন। ঐ রাতে সেখানেই ঘুমাবেন।
১০ই যিলহজ্জ (ঈদের দিন)	মুযদালিফা	(১) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করে প্রথম ওয়াক্তে অন্ধকার থাকতেই ফজর পড়বেন। (২) আকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফার মাঠে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দীর্ঘ সময় দু‘আতে মশগুল থাকবেন। (৩) বড় জামারায় নিক্ষেপের জন্য ৭টি কংকর এখান থেকে কুড়াতে পারেন।
	মিনা	(৪) বড় জামারায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। (৫) (ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ ‘হাদী ’জবাই করবেন। (৬) চুল কাটাবেন। অতঃপর ইহরামের কাপড় বদলিয়ে সাধারণ পোশাক পরে ফেলবেন।
	মক্কা	(৭) সম্ভব হলে আজ ফরয তাওয়াফ করতে পারেন। এদিন না পারলে এ তাওয়াফ ১১ বা ১২ তারিখ বা এর পরেও করতে পারেন এবং তৎসঙ্গে সাঈ-ও করবেন।

১১ই যিলহজ্জ (আইয়্যামে তাশরীকের) ১ম দিন	মিনা	(১) দুপুরের পর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে প্রথমে ছোট, এরপর মধ্যম ও সবশেষে বড় জামারা'য় প্রত্যেকটিতে ৭টি করে নিক্ষেপ করবেন। (২) মিনায় রাত্রি যাপন করবেন।
১২ই যিলহজ্জ (আইয়ামে তাশরীকের) ২য় দিন	মিনা	(১) পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ৩টি জামরায় ৭+৭+৭=২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। দুপুরের আগে কংকর নিক্ষেপ করবেন না। (২) সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করবেন। তা না পারলে আজ দিবাগত রাতও মিনায় কাটাবেন।
১৩ই যিলহজ্জ (আইয়ামে তাশরীকের) ৩য় দিন	মিনা	যারা গত রাত মিনায় কাটিয়েছেন তারা আজ দুপুরের পর পূর্বের দিনের নিয়মেই ৭টি করে মোট ২১টি কংকর মারবেন। অতঃপর মিনা ত্যাগ করবেন।
অতঃপর	মক্কা	মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন।

উমরা'র ধারাবাহিক কাজ
(أَعْمَالُ الْعُمْرَةِ)

হজ্জের আহকাম সমাপ্তির পর থেকে পরবর্তী বছরের ৮ই যিলহজ্জের পূর্বের কাজ

স্থান	করণীয় ইবাদত
মীকাত	(১) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবেন।
মক্কা	(২) কাবা ঘরে তাওয়াফ করবেন। (৩) সাফা, মারওয়ায় সাঈ করবেন। (৪) চুল কেটে বা ছেঁটে হালাল হয়ে যাবেন।

[দুই]

কাবা ঘর ও মক্কা শরীফের ফযীলত

(فَضْلُ الْكَعْبَةِ وَمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَأَهَمِّيَّتُهُمَا)

প্রশ্ন-১. প্রথমে জানতে চাই কাবা ঘর ও মক্কা শরীফের গুরুত্ব ও ফযীলত কি?

উ: মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ এই যমীনকে বাছাই করেছেন। অতঃপর পাঠিয়েছেন সেখানে লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর, তৈরি করেছেন কাবাগৃহ। সেখানে এক নামাযে লক্ষ নামাযের পুরস্কার। সে শহরকে বানিয়েছেন 'বালাদিল আমীন' তথা নিরাপদ শহর। সেখানে তালবিয়্যার আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে সারা জাহানের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য থেকে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ তাওহীদি জনতা; হজ্জ ও উমরা'র এক বর্ণাঢ্য সমাবেশে এক ইউনিফর্মে আমলনামা সাদাকরণের এক মহান ইবাদতে। এই ঘর এবং এই শহরের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম।

১. দুনিয়ার প্রথম মাসজিদ কাবাগৃহ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾

"মানব জাতির জন্য যমীনে প্রথম যে ঘর নির্মিত হয়েছিল সেটিতো বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। এটি বরকতময় ঘর ও বিশ্ব জগতের দিশারী।" (সূরা ৩; আল ইমরান ৯৬)

২. এ ঘর নিরাপদ, এ শহর নিরাপদ শহর

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

[চার]

যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রশ্ন-৩. জানতে চাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পদ্ধতিতে হজ্জ করেছিলেন?

উ: দশম হিজরীতে নারী-পুরুষ মিলিয়ে লক্ষাধিক সাহাবীর এক বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছেন। তিনি হজ্জের সফর শুরু করেন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে। সেখান থেকে সাথে আসেন বিপুল সংখ্যক সাহাবী। রাসূলের হজ্জের ধারাবাহিক বর্ণনাটি দেন খ্যাতনামা সাহাবী জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাই এটাকে 'হাদীসু জাবের' বলা হয়। হাদীস শাস্ত্রে হজ্জ সংক্রান্ত এটি সর্ববৃহৎ হাদীস। তা বর্ণিত হয়েছে সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং ১২১৮।

ধারাবাহিক এ বর্ণনার সাথে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু হাদীস এখানে সংযোজিত হয়েছে। সাথে হাদীস গ্রন্থের নামও বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় আরো বিস্তারিত পাবেন আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল বানী প্রণীত 'হিজ্জাতুন্ নবী' গ্রন্থে। বর্ণিত এ বৃহৎ হাদীস অনুযায়ী রাসূলের হজ্জের ধারা বিবরণী:

প্রস্তুতি

১. সাহাবী জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাসকালে দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত হজ্জ করেননি। (নাসাঈ: ২৭৬১, মুসলিম: ২৮৪০)

২. দশম বছরে চারিদিকে ঘোষণা দেয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্জ করবেন। (মুসলিম: ২৮৪০)

৩. অসংখ্য লোক মদীনায় এসে জমায়েত হলো। 'বাহনে চড়া বা পায়ে হাঁটার সামর্থ রাখে এ ধরনের কোনো লোক আর বাকী রইল না। সকলেই এসেছে রাসূলের সাথে বের হওয়ার জন্যে। সকলেরই উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে তাঁরই মতো করে হজ্জ করা। (ইবনে মাজাহঃ ৩০৭৪)

মীকাত

৪. জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে হজ্জে বের হওয়ার পূর্বে ভাষণ দিলেন এবং সেখানে তিনি বললেন,

«مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَ [مُهَلُّ أَهْلِ] الطَّرِيْقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»

"(উত্তরে) মদীনাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে, যুল হুলাইফা। (এর পাশ দিয়ে আগত) অন্যপথের (উত্তর-পশ্চিম দিকের লোকদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে) আল-জুহফা, আর ইরাকবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে, যাতু ইর্‌ক। আর (পূর্বাঞ্চলের) নাজদবাসীদের (অর্থাৎ বর্তমান দাম্মাম-রিয়াদ এলাকার লোকদের) ইহরাম বাঁধার স্থান হচ্ছে, (তায়েফের) কারনুল মানাযিল। আর (দক্ষিণে) ইয়ামানবাসীদের স্থান হচ্ছে, ইয়ালামালাম। (মুসলিমঃ ১১৮৩, ২৬৯৩)

৫. তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকদ মাসের পাঁচ দিন অথবা চার দিন বাকী থাকতে (হজ্জের জন্য) বের হলেন।' (নাসাঈঃ ২৬৫০, হাদীসটি সহীহ)

৬. 'এবং হাদী (তথা কুরবানীর পশু মক্কা অভিমুখে) পাঠিয়ে দিলেন।' (নাসাঈঃ ২৭৯৮)

৭. আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। 'আমাদের সাথে ছিল মহিলা ও শিশু।' (মুসলিমঃ ১২১৩)

[ছয়]

হজ্জ ও উমরা’র আহকাম

(أَحْكَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

প্রশ্ন-৬. উমরা করার হুকুম কী?

উ: হানাফী ও মালেকী মতে, উমরা করা সুন্নাত। আর শাফেঈ ও হাম্বলী মতে, উমরা করা ফরয। অর্থাৎ, যার ওপর হজ্জ ফরয তার ওপর উমরাও ফরয।

উমরা’র বিধান

বিশুদ্ধ মতানুসারে উমরা করা ওয়াজিব। আর তা জীবনে একবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتُتِمَّ الْوُضُوْءَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ»

“ইসলাম হচ্ছে, তুমি এই সাক্ষ্য দেবে যে, (১) আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; (২) সালাত কায়েম করবে; (৩) যাকাত প্রদান করবে; (৪) হজ্জ করবে ও উমরা করবে; নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করবে; পূর্ণরূপে ওযূ করবে এবং (৫) রমযানের সিয়াম পালন করবে।’ (ইবনে খুযাইমা: ৩০৬৫; ইবনে হিব্বান: ১৭৩)

ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ

[নয়]

মক্কায় প্রবেশ ও উমরা পালন

(دُخُوْلُ مَكَّةَ وَأَدَاءُ الْعُمْرَةِ)

প্রশ্ন-৬৮. মক্কায় প্রবেশের সময় কী কী কাজ করণীয় আছে?

উঃ (১) মক্কা শহরে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত, এমনকি ঋতুবতী মহিলা হলেও (বুখারীঃ ৪৩৬)।

(২) যারা মদীনা থেকে আসে তাদের জন্য উঁচু এলাকা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত (বুখারীঃ ১৫৭৬)।

(৩) দিনের বেলায় প্রবেশ করা সুন্নাত, তবে রাতে প্রবেশেও দোষ নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়িররানা (جِعِرَّانَة) নামক জায়গা দিয়ে রাতের বেলাতেও মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

(৪) নিচু এলাকা দিয়ে অর্থাৎ মিসফালাহ বা কুদাই অঞ্চল দিয়ে মক্কা থেকে বের হওয়া মুস্তাহাব। তবে যেকোনো দিক দিয়ে ঢোকা জায়েয। কেননা, মক্কার প্রতিটি অলিগলিই (প্রবেশের) পথ। (আবূ দাঊদঃ ১৯৩৭)

(৫) মক্কায় প্রবেশের পর প্রথম কাজ হলো উমরা করা। কারণবশতঃ এ সুন্নাতগুলো পালনে অপারগ হলে কোনো সমস্যা নেই।

এরপর দু'রাকাআত নামায শেষে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করবেন সাত বার। সবশেষে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবেন, অর্থাৎ ইহরামের কাপড় বদলিয়ে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করবেন।

তবে 'ক্বিরান' হজ্জের ক্ষেত্রে উমরা'র পর চুল কাটবে না এবং ইহরামের কাপড় খুলবে না, হজ্জের আগে স্বাভাবিক পোশাকও পরবে না। তাওয়াফ, সা'ঈ ও চুল কাটার বিস্তারিত নিয়ম পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখুন।

[দশ]

তাওয়াফ

(اَلطَّوَافُ)

প্রশ্ন-৭২. তাওয়াফ অর্থ কী?

উ: কাবা ঘরের চারপাশে শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।

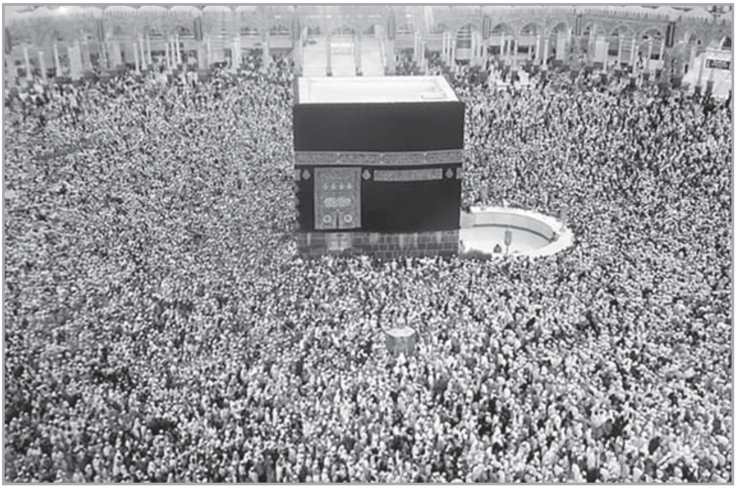

ছবি: কাবা'র চারপাশে তাওয়াফের দৃশ্য

প্রশ্ন-৭৩. তাওয়াফের হুকুম কি?

উ: উমরা'র জন্য কাবা ঘরে তাওয়াফ যেমন ফরজ, তেমনই হজ্জের সময় আরাফাত ও মুযদালিফা থেকে ফিরে এসে তাওয়াফ করাও ফরয। এ তাওয়াফ সম্পন্ন না হলে হজ্জ ও উমরা কোনোটাই হবে না।

[এগারো]

সাঈ করা

(السَّعْيُ)

প্রশ্ন-৯৩. সাঈ কী?

উ: সাঈ'র শাব্দিক অর্থ দৌড়ানো।

নবীগণ যেমন ছিলেন মহান, তেমনি তাদের পরীক্ষাও ছিল কঠোর থেকে কঠোরতর। আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর শিশুপুত্র কলিজার টুকরা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে শিশুর মা হাজেরা-সহ কাবাগৃহের পাশে তৎকালীন জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসনে রেখে গিয়েছিলেন। যেখানে ছিল না পানি, ছিল না খাবার, ছিল না কোনো মানুষ। পিপাসার্ত সদ্যপ্রসূত শিশু যখন চিৎকার ও ছটফট করছিল, তখন মা হাজেরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সন্তানের পানির সন্ধানে অস্থির হয়ে পার্শ্বস্থ সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠেন। সেখান থেকে দৌড়ে যান মারওয়া পাহাড়ে, আবার মারওয়া থেকে যান সাফা পাহাড়ে পানির খোঁজে। এভাবে ৭ বার প্রদক্ষিণ করেন। সেই স্মৃতি বিজড়িত ও শিক্ষণীয় ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ্জ ও উমরা'র অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে বলেছেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' এ দুটো পাহাড় আল্লাহর নিদর্শন। সুতরাং, যে ব্যক্তি কাবাগৃহে হজ্জ বা উমরা করবে তাদের জন্য

[তেরো]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

প্রশ্ন-১১৯. এ দশ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন?

উ: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِيْ أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

(ক) "এমন কোনো দিন নেই যার আমল যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হলো এবং এর কোনো কিছু নিয়েই ফেরত এলো না (তার কথা ভিন্ন)।" (আবূ দাউদ: ২৪৩৮; তিররমিযী: ৭৫৭)

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوْا فِيْهَا مِنَ التَّهْلِيْلِ، وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيدِ، يَعْنِيْ: أَيَّامَ الْعَشْرِ»

[পনেরো]

আরাফার মাঠে অবস্থান

(৯ই যিলহজ্জ তারিখের কাজ)

(الوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ)

প্রশ্ন-১৩৪. আরাফার মাঠে অবস্থানের হুকুম কী?

উ: এটি হজ্জের রুকন অর্থাৎ ফরজ। এটি বাতিল হয়ে গেলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَلْحَجُّ عَرَفَةُ»

"হজ্জ হচ্ছে আরাফা।" (আবূ দাঊদ: ১৯৪৯)

অর্থাৎ আরাফাতে অবস্থান করাই হলো হজ্জ।

প্রশ্ন-১৩৫. নয় তারিখ কখন আরাফাতে রওয়ানা দেব?

উ: সুন্নাত হলো সূর্য উদয় হওয়ার পর আরাফাতে রওয়ানা দেয়া। এর আগ পর্যন্ত মিনাতেই অবস্থান করা সুন্নত। রওয়ানা দেয়ার সময় তালবিয়্যাহ ও কালিমা পড়তে থাকবেন।

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ: *লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল্ হাম্দা, ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুল্ক্, লা শারীকা লাক্। (বুখারী: ১৫৪৯, ৫৯১৫)*

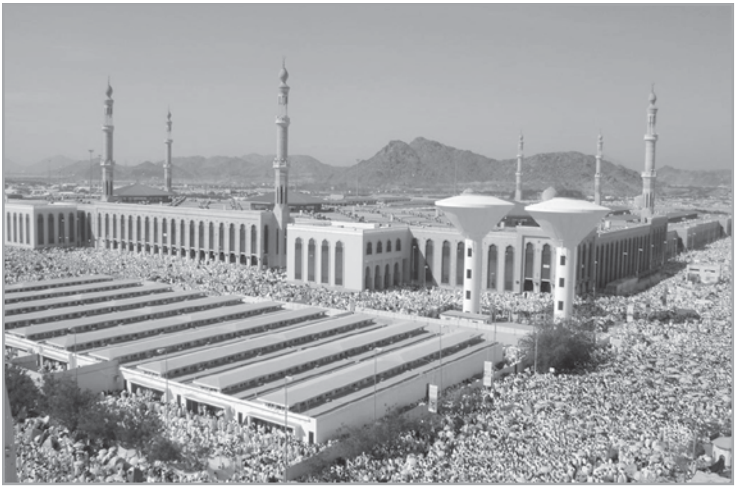

ছবিঃ আরাফার ময়দানে অবস্থিত মাসজিদে নামিরা

প্রশ্ন-১৩৬. আরাফার ময়দানে হাজীরা কী কী ইবাদত করবে?

উঃ **১. আরাফার সীমানার ভিতরে অবস্থান নেয়াঃ** আরাফাতে অবস্থান করা ফরয। আরাফায় পৌঁছে মাসজিদে 'নামিরা'র কাছে অবস্থান করা মুস্তাহাব অর্থাৎ উত্তম। সেখানে জায়গা না পেলে আরাফার সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এর ভিতরে যেকোনো স্থানে অবস্থান করতে পারেন। আরাফার সীমানা চিহ্নিত করে চতুষ্পার্শ্বে অনেক পিলার ও সাইনবোর্ড দেয়া আছে। এর বাইরে যাবেন না। আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করলে হজ্জ হবে না।

২. যোহরের সাথেই আসরের সালাত আদায় করাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের আগ পর্যন্ত তাঁর তাঁবুতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেদিন যোহরের সময় হলে ইমাম সাহেব খুৎবা দেবেন। খুৎবার পর যোহরের ওয়াক্তেই যোহর ও আসরের সালাত একত্রে জমা করে পড়বেন মাসজিদে নামিরায়, এমনকি তাঁবুতে হলেও। দু'নামাযেরই আযান দেবেন একবার, কিন্তু ইক্বামাত দেবেন দু'বার। কসর করে পড়বেন। অর্থাৎ, যোহর দু'রাকআত এবং আসরও দু'রাকআত পড়বেন। যোহরের সালাম

[আঠারো]

কংকর নিক্ষেপ (رَمْىُ الْجِمَارِ)

প্রশ্ন-১৬৯. ১০ই যিলহজ্জের দিনে কোন কাজটি প্রথমে করব?

উঃ বড় জামারায় ৭টি কংকর মারা। মুস্তাহাব হলো এর আগে অন্য কোনো কাজ না করা।

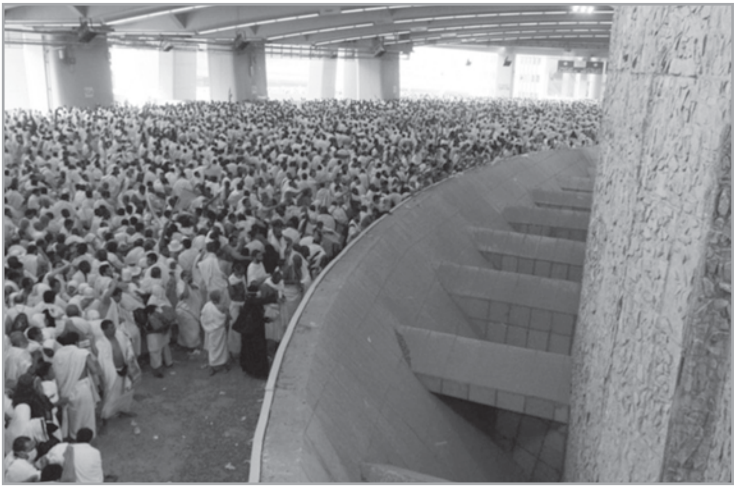

ছবিঃ জামারা অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের দেয়াল

প্রশ্ন-১৭০. জামারায় কংকর মারার হুকুম কী?

উঃ ওয়াজিব। এটি ছুটে গেলে দম দিতে হবে।

"জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি কুরবানীর দিন তিনি তাঁর বাহনের ওপর বসে

[বাইশ]

বিবিধ মাসআলা (مَسَائِلُ مُتَنَوِّعَةٌ)

(ক) বদলি হজ্জ ও বদলি উমরা

প্রশ্ন-২২৪. নিজের হজ্জ আগে কখনো করে নাই; এমন লোক কি অন্য লোকের বদলী হজ্জে যেতে পারবে?

উ: না, তা জায়েয নেই। যদিও হানাফী ফকীহগণ তা জায়েয মনে করেন। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে যে ব্যক্তি কারোর বদলী হজ্জে যাবে তার নিজের হজ্জ আগে করা জরুরি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মারফু হাদীসে বর্ণিত, কোন এক ব্যক্তিকে বদলী হজ্জের নিয়ত করতে শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

«حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

"আগে তোমার নিজের হজ্জ আদায় কর, অতঃপর শুবরুমার পক্ষে বদলি হজ্জ কর।" (আবূ দাঊদ ১৮১১, মিশকাত ২৫২৯)

প্রশ্ন-২২৫. বদলী হজ্জ ও বদলী উমরা জায়েয, এর পক্ষে প্রমাণ কি?

উ: এর পক্ষে কয়েকটি হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে আবু রাযীন বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা একেবারে বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ ও উমরা করার শক্তি রাখেন না। এমনকি কোনো বাহনে উঠেও চলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি (বদলী) হজ্জ ও উমরা করো। (তিরমিযী: ৯২৮, ৯৩০)

আরো উল্লেখ্য যে, উমরা ছোট হজ্জ হিসেবে গণ্য।

প্রশ্ন-২২৬. কেউ কেউ মৃত ও জীবিত আত্মীয়-স্বজনের জন্য বদলী উমরা করে থাকে। এটি কি জায়েয?

উ: জীবিত লোকদের পক্ষ থেকে বদলি উমরা জায়েয নেই, (আল মুগনি-৩/১৮৫)। তবে যদি এমন গুরুতর অসুস্থ হয়, যার বেঁচে থাকার

[পঁচিশ]

মদীনায় যিয়ারত কর্মসূচি

প্রশ্ন-২৬৪. মদীনা মুনাওয়ারায় কি কি স্থান যিয়ারত করা যায়?

উঃ সেখানে অনেক কিছুই দেখা যায়, তন্মধ্যেঃ

১. মাসজিদে কুবা যিয়ারত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে প্রথমেই কুবা এলাকায় কুলসুম ইবনে হিদমের বাড়িতে গিয়ে উঠেন। এখানে তাঁর উট বাঁধেন। তারপর সেখানে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। এটাই হলো মদীনার প্রথম মাসজিদ। আর এরই নাম মাসজিদে কুবা।

মদীনা শরীফ গমনকারীদের জন্য মুসতাহাব হলো এ 'মাসজিদে কুবা' যিয়ারত করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা। কেননা, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বাহনে চড়ে, কখনো বা পায়ে হেঁটে সপ্তাহের প্রতি শনিবার এখানে আসতেন এবং এখানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (বুখারীঃ ১১৯৩ ও মুসলিমঃ ১৩৯৯)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

﴿مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ﴾

"যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মাসজিদে কুবায় এসে সালাত আদায় করল, সে একটি উমরা করার সাওয়াব অর্জন করল।" (ইবনে মাজাহঃ ১৪১২)

২. মাসজিদে কিবলাতাইন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে গিয়ে দেখলেন সেখানকার অধিকাংশ লোক ইয়াহুদী। আল্লাহ

[আটাশ]

কুরআনে বর্ণিত দু‘আ

(اَلْأَدْعِيَةُ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ)

[১]

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

“হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।” (সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২০১)

[২]

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

“হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! পূর্ববর্তীদের ওপর যে গুরুদায়িত্ব তুমি অর্পণ করেছিলে সে রকম কোনো কঠিন কাজ আমাদেরকে দিও না।

“হে আমাদের রব! যে কাজ বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই এমন কাজের ভারও তুমি আমাদের দিও না। তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি আমাদের মাওলা। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।” (সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২৮৬)

[উনত্রিশ]

হাদীসে শেখানো দু‘আ

(اَلْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُوْرَةُ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ)

মন খুলে, হৃদয় উজাড় করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করুন।

[২৮]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِيْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে। কবরের ফিতনা ও কবরের ‘আযাব থেকে। আশ্রয় চাচ্ছি, সম্পদের ফিতনা ও দারিদ্র্যের ফিতনার ক্ষতি থেকে।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহিদ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে দাও। আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও। যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে তুমি পরিষ্কার করে থাকো। হে আল্লাহ! পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত তুমি যে বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি করেছ আমার আমলনামা থেকে

হজ্জ-উমরা ও যিয়ারাত
এলবাম

হজ্জ-উমরা'র সাথে সম্পর্কিত পবিত্র স্থানসমূহ

মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা'র কিছু দর্শণীয় স্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন মাসজিদ ও যুদ্ধক্ষেত্র

কাবা ঘর (ক্লক টাওয়ারসহ)

বায়তুল্লাহ'র চত্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান